ধারাবাহিক

শেষ পারানির কড়ি

অনুপ ঘোষাল

পূর্বকথা ঃ ফরাক্কা থেকে গঙ্গা প্রবাহিত হয়ে আহিরনের কাছে দু'ভাগ হয়ে গিয়েছে। তারপর রঘুনাথগঞ্জের খানিক আগে নদীর দুই গতিপথ আবার মিলে গিয়েছে। মাঝে বিশাল দ্বীপ দ্বীপচর। বিদেশে উজ্জ্বল ভবিষ্যতের চাকুরির প্রলোভন ছেড়ে দিয়ে এই দ্বীপচরের মাধ্যমিক স্কুলেই নতুন হেডমাস্টারের দায়িত্ব নিয়ে এসেছে সদানন্দ। স্কুলে সে কড়া মাস্টার। তার বাইরে সদালাপী সমাজসেবী। কিন্তু সদানন্দের মনের গহনে আছে এক বেদনার জগৎ। দ্বীপচর গ্রামে নতুন কিছু করার আনন্দে বেঁচে থাকতে চায় সদানন্দ।

২

বেণুর বয়স চল্লিশ ছুঁইছুঁই। হাঁপানির রোগী। জমিজমা নেই বললেই চলে। দোকানটুকুই সম্বল। নিজের স্থায়ী অসুখটা গায়ে না মেখে সকাল থেকে সন্ধে পর্যন্ত পরিশ্রম করে।

চায়ের দোকানটা ছোট হলেও বেশ চালু। বিক্রিবাটা ভালো। খদ্দেরের চাপ বেণু একা সামাল দিতে হিমসিম। দু'টো ছেলেমেয়ে। ছেলেটা ছোট। প্রাইমারিতে ক্লাস থ্রি-তে পড়ে। মেয়েটা ক্লাস এইট থেকে নাইনে উঠল। লেখাপড়ার মাথাটা তার পরিষ্কার। কিন্তু কাজকর্মের চাপে পড়াশোনার জন্য বিশেষ সময় বের করতে পারে না। সকালের দিকে দোকান ঝাঁট দিয়ে পরিষ্কার করে বাসনপত্র মেজে বাবাকে কিছুটা সাহায্য করে তারপর স্কুলে যেতে পারে। সন্ধের দিকে ভিড় সামলাতে ফের আসতে হয়। দোকান গোছগাছ করে রাত আটটা নাগাদ ঝাঁপ বন্ধ করার সময় সে বাবার পাশে থাকে রোজ। তারপর বাড়ি ফিরে রাত জেগে পড়ে। চেষ্টা আছে খুব।

সদানন্দ ক'মাস আগে যখন এখানে এসেছিল, তখন স্কুলে হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষা চলছে। পুষ্পিতা, ওরফে ওই ফুলি, ভালোই নম্বর পেয়েছিল। পজিশন ছিল থার্ড। কিন্তু মেয়েদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি নম্বর পেয়েছিল বলে সদানন্দর নজরে পড়ে। মেয়েটিকে ডেকে কথা বলেছিল। জানতে পেরেছিল, ওরা খুব গরিব। বইপত্তর কিনতে পারে না। প্রাইভেট টিউশনের তো প্রশ্নই নেই। বাবা সামান্য চা-অলা, চারজনের সংসার চালাতে হিমসিম।

তারপর থেকেই বেণু মণ্ডলের দোকানে সদানন্দর যাতায়াত। বিকেলে জলখাবারের বন্দোবস্তটা ওখানেই করে নিয়েছে। মেয়ের স্কুলের হেডস্যার বলে বেণু খুব খাতির করে। গ্রামের নামী মানুষটি রোজ তার দোকানে বিকেলবেলা আসে বলে সে যেন কৃতার্থ। স্কুল ছুটির পর ফুলিকে সদানন্দ দোকানে দেখতে পেত না। তখন সে ঘরে ফিরে বাড়ির কাজ সামলায়। সন্ধেবেলা গঙ্গার ধার থেকে ফেরার পথে মেয়েটিকে দেখা যেত রোজ। দোকানে বাবার সঙ্গে খদ্দের সামলাচ্ছে। তবুও পরীক্ষায় তার নম্বর থাকত উঁচুর দিকেই। সদানন্দ ফুলিকে এমন খাটানোর ব্যাপারটা মেনে নিতে পারেনি। পড়ুয়া মেয়েকে দোকানের কাজে লাগানোর জন্য আপত্তি করেছিল সোজাসুজি।

বেণু জানিয়েছিল, ছেলেটা ওর খুব ছোট। বউ ঘরসংসার সামলায়। খদ্দেরের চাপ নিজে একা সামলাতে পারে না সন্ধেবেলা। কে ওকে সাহায্য করবে? ফুলি তো মেয়ে, যতটুকু লেখাপড়া হয় হোক, ক'দিন পরেই বিয়ে হয়ে যাবে। পরের ঘরে চলে যাবে। এখন থেকেই খোঁজখবর করা হচ্ছে, দেখতে দেখতে ডাগর হয়ে উঠল যে! বরং বেণুর ইচ্ছে, ছেলে চন্দনকে অনেকদূর পড়াবে। যদি সে কোনওরকমে গ্র্যাজুয়েট হতে পারে, তবে আর আটকাবে কে? একমাত্র বংশধরের সম্ভাব্য উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন নিয়ে বেণুর বেঁচে থাকা। জীবন সংগ্রাম।

সদানন্দ গ্রামের মানুষের মনোভাব দেখে ক্ষুণ্ণ হয়। বিষণ্ণ হয়ে পড়ে। মেয়েটি লেখাপড়ায় এমন ভালো হওয়া সত্ত্বেও কোনও হেলদোল নেই বাবার। মেয়ের বিয়ে হওয়াটাই যেন একমাত্র পরিণতি। তার কাছে পরিবারের তরফে কোনও প্রত্যাশা নেই। যেনতেন প্রকারেণ মেয়েকে পার করতে পারলেই তার বাপ বেঁচে যায়। মেয়েটা বেশ অন্যরকম। চটপটে, সপ্রতিভ। আত্মবিশ্বাসী। দেখতেও মন্দ নয়। স্বাস্থ্য তো চমৎকার। উজ্জ্বল দুই চোখ। ভারী বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা। গরিবঘরের মেয়ে হলেও সব মিলে একটা আলগা চটক আছে। ঘষেমেজে দাঁড় করালে সুন্দরী বলে সন্দেহ থাকবে না। যতই অন্যরকম হোক, পরিণতি যা হওয়ার তাই হয়তো হবে। চোখে ধরার মতো বলে এর মধ্যেই দু'একটা সম্বন্ধ আসতে শুরু করেছে বেণুর কাছে। মোটা টাকা পণ গুণে দেওয়ার মতো ক্ষমতা তো বাপের নেই। বেণুর বাবা বিনোদ মরেছিল অল্প বয়সেই। বিস্তর ধারদেনা রেখে গিয়েছিল বাজারে। বেচারাকে সতেরো-আঠেরো বছর বয়সেই এই দোকানটা খুলে সব দিক সামাল দেবার চেষ্টা করতে হয়েছে। মাধ্যমিকে শুধু ইংরেজিতে একবার ফেল করবার পর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও দ্বিতীয়বার তার পরীক্ষায় বসা হয়নি। তাই ছেলেকে তার যতদূর সম্ভব লেখাপড়া করানোর আশা এবং চেষ্টা।

দোকানটা বছর দেড়েকের মধ্যে একটু দাঁড়িয়ে যেতেই তার বিধবা মা গলায় ঝুলিয়ে দিয়েছিল শ্যাম মণ্ডলের শ্যামাসুন্দরী মেয়েটাকে। বেণুর মত ছিল না। কিন্তু ওর মা মোটা পণের লোভে উনিশকুড়িতেই দিল ছেলেকে গেঁথে। তাদের মতো গরীবের ঘরে কে আর বিশ-পঁচিশ হাজার টাকা নগদ পায়? তার উপর ভরিদেড়েক সোনা! বেণুর জন্য ঝাঁ-চকচকে সাইকেলও।

নগদ পাওয়া চব্বিশের মধ্যে বিয়েতে খরচ হয়েছিল সাড়ে সাত হাজার। বাপের দেনা চুকিয়ে দিয়েছিল দু'হাজার আটশো টাকা। তার মধ্যে হাবল সাহার মদের দোকানেই ছিল পাঁচশো সত্তর। করালির মুদির দোকান, ভবেন পালের মডার্ন বস্ত্রালয় – সর্বত্র লম্বা হিসেব। বেণু চেপে যেতে পারত। মদের ধার না মেটালে কিছু করার ছিল হাবলের? মাতালকে বাকি দেওয়া কেন? বিনোদের বউ সরমা অনেকবার শুঁড়ির দোকানে নিজে গিয়ে নিষেধ করে এসেছিল – ওকে ধার বাকিতে মাল খাইয়ো না। লিভার পচে থসথস করছে। এরপরেই পাঁইট টানলে মানুষটা বেবাক মরে যাবে। হাবল কথা শোনেনি। লোকটাকে মদ গিলিয়ে মারল, টাকাটাও ছাড়ল না।

সদানন্দ এ'রকম নানা গল্প শোনে বেণুর দোকানে বসে। ওর কষ্ট হয় গ্রামের অজ্ঞ গরিব মানুষগুলোর জন্যে। সামান্য এই চায়ের দোকানির সততা এবং নিষ্ঠাকে মনে মনে তারিফ করে। খাণ্ডারনি বউ টগরকে নিয়ে তার কোনও অনুযোগ নেই। বরং একটা চাপা অহংকার – বউ তার ফরসা না হলেও দেখতে খুব সুন্দর। সুন্দরীদের মেজাজমর্জি একটু চড়া হওয়াটাই দস্তুর। স্ত্রৈণ হিসেবে বেণুর সুনাম কিংবা বদনাম আছে গ্রামে। বউয়ের বাপ পয়সাওয়ালা গেরস্থ। পঞ্চায়েতের মেম্বার, নির্দল হিসেবে গত বছর জিতেছে। টগরের কথার বাইরে এক পা ফেলবার হিম্মৎ আছে বেণুর? সম্প্রতি সেই বড়লোকের বেটি বেণুকে হুকুম করেছে – মেয়ে পনেরোয় পা দিল, চুলোয় যাক লেখাপড়া, দেরি না করে তার জন্যে পাত্রের খোঁজ করতে হবে। বেণুর কাছে কথাটা শুনে সদানন্দ কী বলবে, ভেবে পায় না।

দু'বেলা মেয়েটাকে দোকানে এসে কয়েক ঘণ্টা নষ্ট করতে দেখে আগেই সে বিরক্ত হয়েছিল খুব। বেণুকে প্রায় আদেশের সুরে বলেছিল, তোর বউ যদি দোকানে এসে একটু সাহায্য করতে না পারে, লোক রাখ। ব্যবসা তো বাড়ছে। মেয়েটার পড়াশোনায় মাথা আছে। আগ্রহও খুব। ওর ভবিষ্যতটা নষ্ট করে ফেলো না।

সত্যি হাফইয়ারলির পর বাড়তি পড়ার সময় পেয়ে ফুলি এই অ্যানুয়াল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়ে নাইনে উঠল। সদানন্দর বিশ্বাস, একটু গাইডেন্স পেলে মাধ্যমিকে স্কুলের সেরা হওয়াও তার পক্ষে অসম্ভব নয়। মেয়েটির বইপত্রের অভাব কয়েক মাসে সদানন্দ নিজেই মিটিয়ে দিয়েছে। এখন ফুলি নতুন উৎসাহে এগিয়ে চলেছে। ঠিক এমন সময় ওর মা বিয়ের কথাবার্তা তুলে মেয়েটির মাথা বিগড়ে দেবার চেষ্টায় আছে। সদানন্দর তাই মন ভালো নেই।

সেদিন বিকেলে বেণু 'স্যার'-এর হাতে গরম রুটি-তরকারির প্লেট তুলে দিয়ে বলল, কিছু মনে করবে না, একটা কথা প্রায়ই আপনাকে বলব বলব ভাবি। সাহসে কুলোচ্ছে না।

খাবারে হাত ছোঁয়াবার আগেই সদানন্দ ওকে অভয় দিল, আরে বলেই ফ্যালো না। আমি বাঘ না ভালুক?

জলের গ্লাসটা প্লেটের পাশে রেখে বেণু সসংকোচে বলল, ছুঁড়ির দু'চারটে অঙ্ক আটকে গেছে। জানি আপনি ইংরেজির মাস্টার, তবু অঙ্ক খুব ভালো করান। ফুলি বলেছে। সন্ধেবেলা আপনি বেড়িয়ে আসার পর মেয়েটা যদি আপনার কাছে যায়, একটু দেখিয়ে দেবেন স্যার?

ইংরেজির শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও সদানন্দর অঙ্ক খুব প্রিয় বিষয়। এখনও ক্লাস নাইন আর টেনে ইচ্ছে করেই সপ্তাহে দু'দিন অঙ্কের ক্লাস নিজের নামে রেখেছে রুটিনে। ভালো লাগে। স্কুলে তো অঙ্কে ছিল তুখোড়। মাধ্যমিকে সাতানব্বই পেয়েছিল। হায়ার সেকেন্ডারিও পড়েছে সায়েন্স নিয়ে। এমনকি কলেজে ইংরেজি অনার্স পড়ার সময় সাবসিডিয়ারি সাবজেক্ট হিসেবে অঙ্ক রেখেছিল। অঙ্ক কষতে ও খুব মজা পায়। নিরন্তর চেষ্টায় থাকে, জীবনের অঙ্ক ঠিকঠাক মেলানোর জন্যেও।

গরম রুটিতে হাত দেওয়ার আগে এক চুমুক জল খেয়ে সদানন্দ একটুক্ষণ কী যেন ভাবল। তারপর গ্লাসটা রেখে বলল, গঙ্গার ধারে হাঁটতে হাঁটতে অনেকসময় সন্ধে পেরিয়ে যায়। খেয়াল থাকে না। তুমি এক কাজ করো, কাল সকালে বরং তোমার মেয়েকে পাঠিয়ে দিও। দেরি যেন না করে! আমাকে সাড়ে ন'টার মধ্যেই তো তৈরি হয়ে নিতে হয়।